সর্বজনীন পেনশন স্কিম সম্পর্কিত ব্রিফ

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সর্বজনীন পেনশন স্কিম সম্পর্কিত সার-সংক্ষেপ

ভূমিকাঃ

টেকসই উন্নয়নের অন্যতম শর্ত হলো- উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সকল নাগরিককে সম্পৃক্ত করা এবং সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। বৈষম্যহীন সামাজিক কাঠামোয় সকল নাগরিকের বিশেষ করে বয়স্ক জনগোষ্ঠীর আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। জাতীয় সংসদে গত ৩১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩ পাস হওয়ার পর ১৩ আগস্ট ২০২৩ তারিখে অর্থ বিভাগ সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিধিমালা, ২০২৩ জারি করে। এরপর, ১৭ আগস্ট ২০২৩ তারিখ হতে চারটি স্কিমের মাধ্যমে সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সাবস্ক্রাইবারদের জমাকৃত টাকা বিনিয়াগের জন্য গত ৯ জুলাই ২০২৪ তারিখে সর্বজনীন পেনশন তহবিল (বিনিয়োগ ও সংরক্ষণ) বিধিমালা, ২০২৪ জারি করা হয়েছে ।

বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু বর্তমানে ৭২.৩ বছর হলেও ভবিষ্যতে গড় আয়ু আরও বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। দেশ বর্তমানে জনমিতিক লভ্যাংশ (Demographic Dividend) এর সুবিধা ভোগ করছে। এখন আমাদের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬২% কর্মক্ষম। ৬৫ বছর উর্ধ্ব মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭% যারা মূলতঃ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠির উপর নির্ভরশীল। ২০৫০ সাল নাগাদ এ সংখ্যা ২৫% এ উন্নীত হবে। একই সাথে গড় আয়ু বৃদ্ধি এবং একক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কারণে ভবিষ্যতে নির্ভরশীলতার হার বৃদ্ধি পাবে বিধায় একটি টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। ১৮ বছরের অধিক বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে সর্বজনীন পেনশন স্কিমের আওতায় আনা সম্ভব হলে তারা একটি সুসংগঠিত সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোর আওতাভুক্ত হবেন। এ ব্যবস্থা কার্যকর হলে আমাদের বয়স্ক জনসাধারণের সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে।

সরকার ইতোমধ্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ (www.npa.gov.bd) প্রতিষ্ঠা করে এর কার্যক্রম শুরু করেছে। যে কোন ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত রেজিস্ট্রেশন ওয়েবসাইট (www.upension.gov.bd) ভিজিট করে সহজেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সর্বজনীন পেনশন স্কিমে নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পাদন এবং অনলাইন ব্যাংকিং, ক্রেডিট কার্ড/ডেবিট কার্ড ও মোবাইল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস (MFS) এর মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ করতে পারেন। নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন হলে সাবস্ক্রাইবারকে upension সিস্টেম থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি ইউনিক পেনশন আইডি ও পাসওয়ার্ড প্রদান করা হয়, যার মাধ্যমে লগইন করে একজন সাবস্ক্রাইবার তার পেনশন (কর্পাস) হিসাবে জমার পরিমাণ, প্রাপ্ত লভ্যাংশ ইত্যাদি সরাসরি দেখতে পারেন। আইটি জ্ঞান সীমিত বা আইটি এক্সেস নেই এমন কোন ব্যক্তিও ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, ইন্টারনেট ক্যাফে কিংবা অন্য কারও সহায়তায় নিবন্ধন সম্পাদন করতে পারেন। যদি কারো অনলাইন পেমেন্ট সুবিধা না থাকে তবে সে সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক ও সিটি ব্যাংকের যে কোন ব্রাঞ্চের কাউন্টারে গিয়ে সহজেই টাকা জমা প্রদান করতে পারেন। এ সকল ব্যাংকের সাথে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এ সেবা আরো সহজতর করার জন্য জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ বিগত ৩ জুলাই ২০২৪ তারিখ আরও ৮ টি ব্যাংক (জনতা ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, ডাচ বাংলা ব্যাংক, ইস্টার্ন ব্যাংক ও মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক) এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে। জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস নগদ ও বিকাশের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

সর্বজনীন পেনশনের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

- ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সের যে কোন বাংলাদেশী নাগরিক পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং ৬০ বছর পূর্তিতে আজীবন পেনশন প্রাপ্য হবেন। তবে, বিশেষ বিবেচনায় ৫০ বছরের উর্ধ্বে কেউ অংশগ্রহণ করলে তাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে ১০ বছর চাঁদা প্রদান করতে হবে।
- পেনশনার ৭৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে তার নমিনি পেনশনারের বয়স ৭৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ার অবশিষ্ট সময় পর্যন্ত পেনশন প্রাপ্য হবেন।
- চাঁদাদাতা কমপক্ষে ১০ বৎসর চাঁদা প্রদান করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করলে জমাকৃত অর্থ মুনাফাসহ তার নমিনিকে ফেরত দেয়া হবে।
- চাঁদাদাতা তার জমাকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ ঋণ হিসাবে উত্তোলন করতে পারবে।
- পেনশনের জন্য নির্ধারিত চাঁদা বিনিয়োগ হিসাবে গণ্য করে কর রেয়াত পাওয়ার যোগ্য হবেন এবং মাসিক পেনশন বাবদ প্রাপ্ত অর্থ আয়কর মুক্ত থাকবে।
- নিম্ন আয়সীমার নিচে থাকা নাগরিকগণের জন্য "সমতা" পেনশন স্কিমে মাসিক চাঁদার একটি অংশ সরকার অনুদান হিসাবে প্রদান করবে।
- সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর চাঁদার হার এবং স্কিম পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে।
- পেনশনারদের প্রদত্ত চাঁদার টাকা বিনিয়োগ বিধিমালার আওতায় সর্বোচ্চ নিরাপদ ও লাভজনক খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্য রিটার্ণের ভিত্তিতে পেনশনের মাসিক পরিমাণ নির্ধারিত হবে।

সর্বজনীন পেনশন স্কিমের আকর্ষণীয় দিকসমূহঃ

- জাতীয় সংসদে পাশকৃত আইনের আওতায় সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালু হওয়ায় এটি রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টিযুক্ত;
- জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের যাবতীয় ব্যয় সরকার বহন করায় পেনশন ফান্ডে জমাকৃত অর্থ বিনিয়োগের সম্পূর্ণ মুনাফা সাবস্ক্রাইবারের পেনশন অ্যাকাউন্টে জমা হবে;
- সর্বজনীন পেনশন স্কিমে নিবন্ধন থেকে টাকা জমা দেয়া পুরো কার্যক্রমটি অনলাইন এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়;
- নিবন্ধনকারীদের মাসিক জমার অর্থ কেবলমাত্র বিনিয়োগ এবং অ্যানুইটি (Annuity) প্রদান ভিন্ন অন্য কোন খাতে ব্যয়ের সুযোগ না থাকা;
- নিবন্ধনকারীর জন্য তার প্রয়োজনে যেকোন সময় স্কিম এবং জমার পরিমাণ পরিবর্তন করার সুযোগ;
- নিবন্ধন নম্বর ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে নিবন্ধনকারীর জন্য পেনশন একাউন্টে অনলাইন সিস্টেমে যেকোন সময় এক্সেস সুবিধা;
- অর্থের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মূল্য বিবেচনায় নিয়ে মাসিক পেনশনের হিসাবায়ন করায় এ স্কিম লাভজনক;
- সর্বজনীন পেনশন স্কিমের প্রদত্ত মাসিক জমার বিপরীতে কর রেয়াত পাওয়া যাবে ও মাসিক পেনশন আয়কর মুক্ত থাকবে;
- জমাকারীর প্রাপ্ত মোট পেনশনের পরিমাণ তার জমাকৃত অর্থের ২.৩ গুণ থেকে ২৪.৬ গুণ পর্যন্ত হবার সুযোগ, পেনশনার ৮০ বছরের অধিককাল জীবিত থাকলে প্রাপ্ত মোট পেনশনের পরিমাণ আরো বৃদ্ধির সম্ভাবনা;

আইন ও বিধিঃ

- ৩১-০১-২০২৩ খ্রি. তারিখে "সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩ মহান জাতীয় সংসদে পাস হয়।
- ০২-০৪-২০২৩ খ্রি. তারিখে "জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা' সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়।
- ১৮-০৫-২০২৩ খ্রি. তারিখে "পেনশন পরিচালনা পর্ষদ গঠনের প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়।
- ১৮-০৫-২০২৩ খ্রি. তারিখে "জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের চাকরির মেয়াদ ও শর্ত সম্পর্কিত বিধিমালা, ২০২৩ জারী করা হয়।
- ১৩-০৮-২০২৩ খ্রি. তারিখে সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিধিমালা, ২০২৩ জারী করা হয়।
- ১৩-০৩-২০২৪ খ্রি. তারিখে সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিধিমালার সংশোধনী জারী করা হয়।
- ০৩-০৭-২০২৪ খ্রি. তারিখে সর্বজনীন পেনশন স্কিম তহবিল (বিনিয়োগ ও সংরক্ষণ) বিধিমালা,২০২৪ জারী করা হয়।
- ০৭-০৮-২০২৪ খ্রি. তারিখে সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিধিমালার সংশোধনী জারী করা হয়।

সর্বজনীন পেনশনের স্কিমসমূহ: (ক) প্রবাস, (খ) প্রগতি, (গ) সুরক্ষা এবং (ঘ) সমতা।

(ক) প্রবাস (প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের জন্য): বিদেশে কর্মরত বা অবস্থানরত বাংলাদেশি নাগরিক চাঁদার অর্থ ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রায় বা বাংলাদেশে তিনি যে ব্যাংক একাউন্টে রেমিটেন্স প্রেরণ করেন, সে একাউন্ট হতে দেশীয় মুদ্রায় মাসিক জমা প্রদান করে এ স্কিমে অংশ নিতে পারবেন। পেনশন স্কিমের মেয়াদ শেষে দেশীয় মুদ্রায় পেনশন দেয়া হবে। জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকলে পাসপোর্টের তথ্য দিয়ে নিবন্ধন করতে পারবেন। এই স্কিমে মাসিক চাঁদার পরিমাণ ২০০০/-, ৫০০০/-, ৭৫০০/- এবং ১০০০০/- টাকা। প্রবাসী বাংলাদেশীগণ দেশে অবস্থানরত তাদের পরিবারের সদস্যদের (বাবা, মা, ভাই, বোন, স্বামী বা স্ত্রী) নামেও পেনশন স্কিম (সুরক্ষা) চালু করতে এবং মাসিক জমা পরিশোধ করতে পারবেন।

প্রবাস

মাসিক চাঁদার হার	২,০০০ টাকা	৫,০০০ টাকা	৭,৫০০ টাকা	১০,০০০ টাকা
সময় (বৎসরে)	মাসিক পেনশন	মাসিক পেনশন	মাসিক পেনশন	মাসিক পেনশন
৪২	৬৮,৯৩১	১,৭২,৩২৭	২,৫৮,৪৯১	৩,৪৪,৬৫৫
৪০	৫৮,৪০০	১,৪৬,০০১	২,১৯,০০১	২,৯২,০০২
৩৫	৩৮,৩৭৪	৯৫,৯৩৫	১,৪৩,৯০২	১,৯১,৮৭০
৩০	২৪,৯৩২	৬২,৩৩০	৯৩,৪৯৫	১,২৪,৬৬০
২৫	১৫,৯১০	৩৯,৭৭৪	৫৯,৬৬১	৭৯,৫৪৮

২০	৯,৮৫৪	২৪,৬৩৪	৩৬,৯৫১	৪৯,২৬৮
১৫	৫,৭৮৯	১৪,৪৭২	২১,৭০৮	২৮,৯৪৪
১০	৩,০৬০	৭,৬৫১	১১,৪৭৭	১৫,৩০২

(খ) প্রগতি (ব্যক্তি মালিকানাধীন/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য): ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তি/কর্মচারী এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের মালিক নির্ধারিত হারে চাঁদা প্রদানপূর্বক এই স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে তাদের কর্মচারীদের জন্য এই স্কিমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে স্কিমের চাঁদার ৫০% কর্মী এবং বাকী ৫০% প্রতিষ্ঠান প্রদান করবে। এক্ষেত্রে upension সিস্টেমে সহজেই কোম্পানীর নিবন্ধনের প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে। অতঃপর উক্ত কোম্পানীর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিবন্ধন করবেন। কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণ না করলেও, উক্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোন কর্মচারী নিজ উদ্যোগে এককভাবে এ স্কিমে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। এই স্কিমে মাসিক চাঁদার পরিমাণ ২০০০/-, ৩০০০/-, ৫০০০/- এবং ১০০০০/- টাকা।

প্রগতি

মাসিক চাঁদার হার	২,০০০ টাকা	৩,০০০ টাকা	৫,০০০ টাকা	১০,০০০ টাকা
সময় (বৎসরে)	মাসিক পেনশন	মাসিক পেনশন	মাসিক পেনশন	মাসিক পেনশন
৪২	৬৮৯৩১	১০৩৩৯৬	১৭২৩২৭	৩,৪৪,৬৫৫
৪০	৫৮৪০০	৮৭৬০১	১৪৬০০১	২,৯২,০০২
৩৫	৩৮৩৭৪	৫৭৫৬১	৯৫৯৩৫	১,৯১,৮৭০
৩০	২৪৯৩২	৩৭৩৯৮	৬২৩৩০	১,২৪,৬৬০
২৫	১৫৯১০	২৩৮৬৪	৩৯৭৭৪	৭৯,৫৪৮
২০	৯৮৫৪	১৪৭৮০	২৪৬৩৪	৪৯,২৬৮
১৫	৫৭৮৯	৮৬৮৩	১৪৪৭২	২৮,৯৪৪
১০	৩০৬০	৪৫৯১	৭৬৫১	১৫,৩০২

(গ) সুরক্ষা (স্বকর্মে নিয়োজিত নাগরিকগণের জন্য): অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত বা স্বকর্মে নিয়োজিত ব্যক্তি যেমন: ব্যবসায়ী, গৃহবধু, ছাত্র, কৃষক, রিক্সাচালক, শ্রমিক, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতিসহ সকল অনানুষ্ঠানিক কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ নির্ধারিত হারে চাঁদা প্রদানপূর্বক এই স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এই স্কিমে মাসিক চাঁদার পরিমাণ ১০০০/-, ২০০০/-, ৩০০০/- এবং ৫০০০/- টাকা।

সুরক্ষা

মাসিক চাঁদার হার	১,০০০ টাকা	২,০০০ টাকা	৩,০০০ টাকা	৫,০০০ টাকা
সময় (বৎসরে)	মাসিক পেনশন	মাসিক পেনশন	মাসিক পেনশন	মাসিক পেনশন
৪২	৩৪৪৬৫	৬৮৯৩১	১০৩৩৯৬	১৭২৩২৭
৪০	২৯২০০	৫৮৪০০	৮৭৬০১	১৪৬০০১
৩৫	১৯১৮৭	৩৮৩৭৪	৫৭৫৬১	৯৫৯৩৫
৩০	১২৪৬৬	২৪৯৩২	৩৭৩৯৮	৬২৩৩০
২৫	৭৯৫৫	১৫৯১০	২৩৮৬৪	৩৯৭৭৪
২০	৪৯২৭	৯৮৫৪	১৪৭৮০	২৪৬৩৪
১৫	২৮৯৪	৫৭৮৯	৮৬৮৩	১৪৪৭২
১০	১৫৩০	৩০৬০	৪৫৯১	৭৬৫১

(ঘ) সমতা (স্বকর্মে নিয়োজিত অতি দরিদ্র নাগরিকগণের জন্য): বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক, সময় সময়, প্রকাশিত আয় সীমার ভিত্তিতে দারিদ্র্য সীমার নিম্নে বসবাসকারী স্বল্প আয়ের ব্যক্তিগণ [যাদের বর্তমান আয় সীমা বাৎসরিক অনূর্ধ্ব ৬০ (ষাট) হাজার টাকা, তবে বার্ষিক আয়ের সমর্থনে কোন প্রকার প্রমানক দাখিলের প্রয়োজন নেই] তফসিলে বর্ণিত হারে চাঁদা প্রদানপূর্বক এই স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এই স্কিমে মাসিক চাঁদার পরিমাণ ১০০০/- টাকা, যার ৫০০ টাকা চাঁদাদাতা প্রদান করবেন এবং অবশিষ্ট ৫০০ টাকা সরকার অনুদান হিসেবে প্রদান করবে।

সমতা

মাসিক চাঁদার হার	১,০০০ টাকা (চাঁদাদাতা ৫০০ টাকা+ সরকারি অংশ ৫০০ টাকা)
চাঁদা প্রদানের মোট সময় (বৎসরে)	মাসিক পেনশন (টাকা)

৪২	৩৪৪৬৫
৪০	২৯২০০
৩৫	১৯১৮৭
৩০	১২৪৬৬
২৫	৭৯৫৫
২০	৪৯২৭
১৫	২৮৯৪
১০	১৫৩০

পরিশেষঃ

একটি উন্নত রাষ্ট্রকে কেবল জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি, জিডিপি'র আকার ও জনগণের মাথাপিছু আয় দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা যায় না। নাগরিকদের সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তাও উন্নত রাষ্ট্রের অন্যতম নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। উন্নয়নশীল দেশসমূহে নাগরিকদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সর্বজনীন পেনশনের ধারণা দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে। এ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সর্বজনীন পেনশন স্কিম নাগরিকদের বৃদ্ধ বয়সে আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।